সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৭১
WEEKLY BOOKLET:271

আমীরে আহলে সুন্নাত দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়া এর লিখিত কিতাব
"নেকীর দাওয়াত" এর একটি অংশ সংশোধিত ও পরিবর্তিত সহকারে

জান্নাতী মহিলাগণ উত্তম নাকি হুর?

মালিক-বান্দার তামাশা ০৬
হুরদের ব্যাপারে হাদীস ০৮
অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের জান্নাতে বিবাহ ০৯
আযাব থেকে বাঁচার রহস্য ১৪

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

(এই বিষয়বস্তু "নেকীর দাওয়াত" কিতাব ১৩৯-১৪৯ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে)

জান্নাতী মহিলাগণ উত্তম নাকি হুর?

আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে ব্যক্তি ১৭ পৃষ্ঠার পুস্তিকা "জান্নাতী মহিলাগণ উত্তম নাকি হুর?" এটা পড়ে কিংবা শুনে নিবে, তাকে অধিক পরিমাণে নেকী করার, গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর সামর্থ্য দান করো আর তাকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাও। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার বাইরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন তখন আমিও পেছনে চললাম। নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি বাগানে প্রবেশ করলেন আর সিজদাতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তিনি সিজদা এতো দীর্ঘ করলেন যে, আমার ভয় হলো আল্লাহ পাক আবার রূহ মোবারক কবজ করে নিলো না তো? আর আমি নিকটবর্তী হয়ে গভীর ভাবে দেখতে থাকি, যখন পবিত্র মাথা উঠালেন তখন বললেন: হে আব্দুর রহমান! কি হলো? "আমি আমার ভয়-ভীতি প্রকাশ করলাম, তখন ইরশাদ করলেন: জিব্রাঈল আমীন আমাকে বললো: আপনার صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিকট কি এ কথা পছন্দ হয় না যে, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আপনার উপর দরূদ

www.dawateislami.net

শরীফ পাঠ করবে আমি তার উপর রহমত অবতীর্ণ করবো আর যে ব্যক্তি আপনার উপর সালাম পেশ করবে আমি তাকে নিরাপত্তা দান করবো।”

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১/৪০৬, হাদীস: ১১৬৬২)

যমানে ওয়ালে সাতায়ে, দরূদে পাক পড়ো
জাহাকে গম জু রুলায়ে, দরূদে পাক পড়ো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا (নেকীর দাওয়াত দিতে গিয়ে গুনাহের প্রতি ভয় দেখানোর জন্য) ইরশাদ করেন: হে গুনাহকারী! তুমি “মন্দ পরিণতি”র প্রতি নির্ভয় হয়ো না আর যখন তুমি কোন গুনাহ করে নিবে তবে এরপর এরচেয়ে বড় গুনাহ করো না, তোমার ডানে বামের ফিরিশতাদের লজ্জা না করা, সেই গুনাহের চেয়েও বড় গুনাহ, যা তুমি করেছো আর তোমার গুনাহ করার পর আনন্দিত হওয়া এরচেয়েও বড় গুনাহ, অথচ তুমি জানোনা যে, **আল্লাহ পাক** তোমার সাথে কি আচরন করবেন এবং তোমার কোন গুনাহ ছুটে যাওয়াতে ব্যথিত হয়ে যাওয়া এরচেয়েও বড় গুনাহ আর তুমি (কিরূপ মূর্খ যে, লুকিয়ে) গুনাহ (বা অপকর্ম) করার সময় তীব্র বাতাসে দরজার পর্দা যদি উঠে যায় তবে তুমি ভয় পেয়ে যাও, কিন্তু তোমার অন্তর এই বিষয়ে ভয় করে না যে, **আল্লাহ পাক** তোমাকে দেখছেন। তোমার (**আল্লাহ**কে ভয় না করার) এই কাজটি এরচেয়েও বড় গুনাহ।

(ইবনে আসাকির, ১০/৬০। জমউল জাওয়ামেয়ে লিস সুয়ূতী, ১৫/১০৫, হাদীস: ১২৪৬২)

সিলসিলা আ'হ গুনাহ্ কা বড়া জাতা হে,
নিত নয়া জুরম হার ইক আ'ন হুয়া জাতা হে।

www.dawateislami.net

ইমতিহাঁ কে কাহা কাবিল হো মে পেয়ারে আল্লাহ,
বে সবব বখশ দে মওলা তেরা কিয়া জাতা হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২৬ পৃষ্ঠা)

গুনাহের ব্যাপারে নেককার ও বদকারের স্ব-স্ব দৃষ্টি ভঙ্গি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কিরূপ উত্তম পদ্ধতিতে নেকীর দাওয়াত দিয়েছেন! আসলেই গুনাহ তো গুনাহই, এ থেকে বিরতই থাকা চাই, **আল্লাহ পাকের** নেককার বান্দারা একে প্রচন্ড ভয় করতেন, কিন্তু গুনাহে অভ্যস্তরা একে এতটুকু ভ্রুক্ষেপ করে না। **রাসুলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মুমিন নিজের গুনাহগুলোকে এমনভাবে দেখে থাকে যেনো সে কোন উপত্যাকার নিচে রয়েছে আর তার ভয় হয় যে, এটি তার উপর না এসে পড়ে, অপরদিকে কাফিরের নিকট গুনাহের ব্যাপারটি এমন, যেনো কোন মাছি তার নাকের উপর দিয়ে চলে গেলো।" (বুখারী, ৪/১৯০, হাদীস: ৬৩০৮)

ভালুক-বানরের তামাশা দেখা হারাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর নেকীর দাওয়াতে গুনাহ করতে না পারায় ব্যথিত হওয়ার ব্যাপারেও উল্লেখ রয়েছে। এই ব্যাপারে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'মালফুযাতে আ'লা হযরত' কিতাবের ২৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত শিক্ষার মাদানী ফুল লক্ষ্য করুন। যেমনটি; আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: নাজায়িয বিষয়ের তামাশা দেখাও নাজায়িয, বানর নাচানো হারাম, এর তামাশা দেখাও হারাম। **দুররে মুখতার** ও আল্লামা

www.dawateislami.net

তাহাবীর হাশিয়ায় এই মাসআলাটির বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। বর্তমানে মানুষ এর (আহকামের) প্রতি উদাসিন। মুত্তাকী লোকেরা যাদের শরীয়তের ব্যাপারে সতর্কতা রয়েছে, অজ্ঞতাবশত ভালুক বা বানরের তামাশা অথবা মোরগের লড়াই (অর্থাৎ পরিকল্পনা করে আয়োজন করা মোরগের লড়াই) দেখে থাকে, অথচ জানে না যে, এতে তারা গুনাহগার হচ্ছে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে: "যদি কোন ভাল অনুষ্ঠান (অর্থাৎ কল্যাণের ইজতিমা ইত্যাদি) হয় আর সে যেতে পারলো না এবং সংবাদ পাওয়াতে সে আফসোস করলো, তবে ততটুকুই সাওয়াব পাবে যতটুকু উপস্থিত লোকের পেয়েছে আর যদি খারাপ অনুষ্ঠান (অর্থাৎ মিউজিক্যাল প্রোগ্রাম) হয়ে থাকে, সে তাতে যেতে না পারার জন্য আফসোস করলো, তবে যে গুনাহ উপস্থিত লোকেদের হবে, তা তারও (হবে)।"

মওলা মুঝ কো নেক বানা দেয়,
আপনি উলফত দিল মে বাচা দেয়।
বাহরে সাফা আওর বাহরে মারওয়া,
ইয়া আল্লাহ মেরি ঝোলি ভরদেয়। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৭ পৃষ্ঠা)

মানুষের সামনে 'নেককার হয়ে থাকা' লোকের কবরের অবস্থা

হযরত ইবরাহীম তাইমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (একনিষ্ঠতা সম্পর্কে নেকীর দাওয়াত দিতে গিয়ে) বলেন: আমি মৃত্যু এবং নিজের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াকে স্মরন করার জন্য অধিকহারে কবরস্থানে যেতাম, এক রাতে কবরস্থানে আমার ঘুম এসে গেলো এবং আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, একটি কবর ফেঁটে গেলো এবং আওয়াজ এলো: "এই শিখল ধরো আর এর মুখ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে আর তার পেছনের লজ্জাস্থান দিয়ে বের করে নাও।"

www.dawateislami.net

তখন সেই মৃতটি (আতঙ্কে) বলতে লাগলো: "হে **রব**! আমি কি কোরআন পড়তাম না? আমি কি বাইতুল্লাহর হজ্জ করতাম না?" এভাবে একের পর এক সে তার নেক আমলগুলো উল্লেখ করছিলো তখন আবারো আওয়াজ হলো: নিশ্চয় তুমি মানুষের সামনে এই আমলগুলো করতে কিন্তুযখন একা হতে তখন অবাধ্যতার মাধ্যমে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে এবং আমাকে ভয় করতে না। (আযযাওয়াজিরু আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ১/৩১)

মেরা হার আ'মাল বাস তেরে ওয়াস্তে হো,
কর ইখলাস এ্যয়সা আ'তা ইয়া ইলাহি!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কেঁপে উঠুন! ভয়ে তাওবা করে নিন!! এখানে ঐ নেককার নামাযী এবং বাহ্যিকভাবে সুন্নাতের অভ্যস্ত ইসলামী ভাইয়েরাও শিক্ষা গ্রহণ করুন, যারা সবার সামনে শুধু দেখানোর জন্য ফরয তো ফরয, নফলও আদায় করে থাকে, কিন্তু একাকীত্বে আমলের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করে, নেককার দেখানোর জন্য সাধারণের মাঝে **সচ্চরিত্রের** আদর্শ সেজে থাকে, সবাইকে সম্মানের সহিত নত হয়ে হয়ে সালাম করে আর 'জ্বী জনাব' সহকারে কথা বলে, কিন্তু ঘরে "হিংস্র বাঘে"র ন্যায় গর্জন করে থাকে, তুই-তুকারি করে কথা বলে, মনে কষ্ট দেয়ার কথা বলে বরং মারধর করতেও কুণ্ঠিত হয়না।

চুপ কে লোগো সে কিয়ে জিছ কে গুনাহ,
ওহ খবরদার হে কিয়া হোনা হে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: পংক্তিটিতে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **নেকীর দাওয়াত** দিতে গিয়ে বলেন: হে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি! তুমি মানুষের নিকট তো নিজের গুনাহ গোপন করেছো, কিন্তু এ কথা ভুলে গেছো যে, যেই

www.dawateislami.net

প্রতিপালকের অবাধ্যতা করেছো, **তিনি** তোমার এই কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত। আহ! এখন হাশরে তোমার কি অবস্থা হবে!

লোক দেখানো আমল থেকে তাওবা করে নিন, **আল্লাহ পাক** তাওবা কবুলকারী দয়ালূ। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১০১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'জাহান্নামে লে জানে ওয়ালা আমাল' কিতাবের ২য় খন্ডের ৪৬৬ ও ৪৬৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "গুনাহের কারণে লজ্জিত হওয়া বান্দা **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে রহমতের অপেক্ষা করে আর গুনাহের কারণে লজ্জিত না হওয়া বান্দা অসন্তুষ্টির অপেক্ষা করে আর হে **আল্লাহ পাকের** বান্দারা! মনে রাখবে! শীঘ্রই সকল (ভাল বা মন্দ) আমলকারীরা নিজ নিজ আমলের ভিত্তিতে অগ্রসর হবে এবং দুনিয়া থেকে যাওয়ার পূর্বে নিজের ভাল এবং মন্দ আমলের পরিণাম দেখে নিবে এবং প্রত্যেক আমল তার পরিনতির উপর নির্ভরশীল আর দিন ও রাত দু'টি বাহন, অতএব এর মাধ্যমে আখিরাতের দিকে উত্তমরূপে সফর করো আর তাওবা করতে দেরী করা থেকে বিরত থাকো, কেননা মৃত্যু হঠাৎ এসে যায় আর তোমাদের মধ্যে কেউ **আল্লাহ পাকের** নম্রতার ব্যাপারে প্রতারিত হয়ো না, নিশ্চয় আগুন তোমাদের প্রত্যেকের জুতোর ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী।" অতঃপর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই (অর্থাৎ ৩০তম পারা, সূরা যিলযালের ৭ম ও ৮ম) আয়াতে মুবারাকা তিলাওয়াত করেন:

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝٧
وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝٨

(পারা ৩০, সূরা যিলযাল, আয়াত ৭,৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ অতএব যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ সৎকর্ম করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করবে, সে তাও দেখতে পাবে।

www.dawateislami.net

গুনাহের প্রতি অনুশোচনার নামই তাওবা

আল্লাহর প্রিয় হাবিব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ অর্থাৎ (গুনাহের প্রতি) অনুশোচনার নাম হলো তাওবা।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪/৪৯২, হাদীস: ৪২৫২)

অনুশোচনার ব্যাখ্যা

অর্থাৎ লজ্জাবোধ ও অনুশোচনা তাওবার একটি বড় রুকন, যেমনটি একটি হাদীসে পাকে রয়েছে: "হজ্জ হলো আরাফাতে অবস্থানের নাম।" (তিরমিযী, ২/২৫৪, হাদীস: ৮৯০) অনুশোচনায় এটাও আবশ্যক যে, ঐ অবাধ্যতা, তার মন্দ হওয়া এবং আখিরাতে ভয়ের কারণে হওয়া, শুধুমাত্র পার্থিব অপমান বা গুনাহে সম্পদ নষ্ট হওয়ার কারণে যেনো না হয়।

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ পাক** কোন বান্দার গুনাহের জন্য লজ্জিত হওয়াকে অবলোকন করেই তার তাওবা করার পূর্বেই তাকে ক্ষমা করে দেন।" **(আল মুস্তাদরাক লিল হাকেম, ৫/৩৬০, হাদীস: ৭৭২১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সত্তর হাজার বাঁদীর সাথে চলাফেরাকারী হুর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেই সৌভাগ্যবানরা নিজের নেকীর প্রতি গর্বীত হবে না, **আল্লাহ পাকের** অমুখাপেক্ষীতাকে ভুলবে না, নেকী করার পরও একনিষ্ঠতার স্বল্পতার ভয়ে ভীত থাকবে এবং অশ্রু প্রবাহিত করবে, সে সফলকাম, **আল্লাহ পাকের** রহমতে হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাতের বাসনায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করুন। নেক আমল অনুযায়ী আমল করুন আর

www.dawateislami.net

নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাতে থাকুন। নেকীর দাওয়াত প্রদানকারীদেরও কিরূপ শান যে, জান্নাতের আজিমুশ্শান হুরেরা তার অপেক্ষমান, যেমনটি হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: জান্নাতের একটি হুর রয়েছে যাকে 'আই'না' বলা হয়, যখন সে চলাফেরা করে তখন তার ডানে বামে ৭০ হাজার বাঁদী সাথে থাকে, সেই হুর বলে: নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী ও অসৎকাজে বাঁধা প্রদানকারীরা কোথায়? (ইহইয়াউল উলূম, ৫/৩১০)

হুরদের ব্যাপারে নবীয়ে পাকের তিনটি বাণী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মারহাবা! নেকীর দাওয়াত প্রদানকারীর মর্যাদা কতইনা উচ্চ ও উচ্চতর যে, 'আই'না' এর মতো মহান হুর জান্নাতে তার অপেক্ষমান! "হুর"ও **আল্লাহ পাকের** কি যে চমৎকার সৃষ্টি! এ ব্যাপারে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী লক্ষ্য করুন: ﴾১﴿ জান্নাতী মহিলাদের মাথার ওড়না পৃথিবী ও এতে যা কিছু রয়েছে সবকিছু থেকে উত্তম। (বুখারী, ২/২৫২, হাদীস: ২৭৯৬) ﴾২﴿ প্রত্যেক জান্নাতীর জন্য বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট হুরদের মধ্যে হতে এমন দু'জন স্ত্রী থাকবে। যারা ৭০ জোড়া পোশাক পরিধান করে থাকবে তবুও সেই পোশাক ও মাংসের বাইরে থেকে তাদের হাঁড়ের মগজ দেখা যাবে, যেমন সাদা বোতলে লাল রঙের শরবত দেখা যায়। (আল মু'জামুল কবীর, ১০/১৬০, হাদীস: ১০৩২১) ﴾৩﴿ সাধারণ জান্নাতীদের পৃথিবীর স্ত্রী ছাড়াও ৭২টি হুর থাকবে।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৩/৬৪০, হাদীস: ১০৯৩২)

www.dawateislami.net

পুরুষরা হুর পাবে, জান্নাতী মহিলারা কি পাবে?

প্রশ্ন: জান্নাতী পুরুষদের জন্য হুর থাকবে, জান্নাতী মহিলাদের জন্য কি ব্যবস্থা হবে?

উত্তর: যেই স্বামী-স্ত্রী জান্নাতে যাবে, তারা সেখানেও একত্রে থাকবে আর যেই মহিলার স্বামী مَعَاذَ الله জাহান্নামে যাবে, তাকে কোন জান্নাতী পুরুষের সাথে বিয়ে দেয়া হবে।

অল্পবয়স্ক শিশুদের জান্নাতে বিবাহ

প্রশ্ন: অল্পবয়স্ক শিশু জান্নাতে গেলে তবে তারও কি বিবাহ হবে?

উত্তর: জ্বী হ্যাঁ! হযরত ইমাম আহমদ বিন হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অল্পবয়স্ক শিশু হাশরে পার্থিব বয়স ও শারীরিক কাঠামো সহকারে উঠানো হবে, অতঃপর জান্নাতে প্রবেশকালে তার শারীরিক কাঠামো বাড়িয়ে দেয়া হবে আর সে প্রাপ্তবয়স্কদের ন্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং পার্থিব মহিলা ও হুরদের সাথে তার বিবাহ দেয়া হবে। (ফতোওয়া হাদীসিয়া, ২৪৫ পৃষ্ঠা)

অবিবাহিত মৃতদের বিবাহ

প্রশ্ন: যে সকল মুসলমান পুরুষ ও মহিলা কুমার ও কুমারী অবস্থায় মারা গেলে তাদের বিবাহের কোন ব্যবস্থা হবে কি?

উত্তর: যে সকল পুরুষ বা মহিলার সারা জীবন বিয়ে হয়রা, জান্নাতে তাদেরকেও একে অপারের সাথে বিবাহ দেয়া হবে।

www.dawateislami.net

জান্নাতী মহিলারা উত্তম নাকি হুরেরা?

প্রশ্ন: দুনিয়ার জান্নাতী মহিলারা উত্তম নাকি হুরেরা?

উত্তর: দুনিয়ার জান্নাতী মহিলারাই হুরদের চেয়ে উত্তম। অতএব "তাবারানী" এর এক দীর্ঘ হাদীসে এটাও রয়েছে: উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আরয করলেন: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! দুনিয়ার মহিলারা উত্তম নাকি বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট জান্নাতী হুরেরা?" তখন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "দুনিয়ার মহিলারা বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট জান্নাতী হুরদের চেয়ে উত্তম।" উম্মুল মুমিনিন আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! কি কারণে? তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তা তাদের নামায এবং রোযা ও **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করার কারণে।" (আল মু'জামুল কবীর লিত তাবারানী, ২৩/৩৬৭, হাদীস: ৮৭০) অপর এক হাদীসে পাকে রয়েছে: দুনিয়ার জান্নাতী মহিলারা হুরদের তুলনায় ৭০ হাজার গুণ উত্তম। (আত তাযকিরাতুল কুরতুবী, ৪৫৮ পৃষ্ঠা) জলিলুল কদর তাবেয়ি হযরত হিব্বান বিন আবু জাবালা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: দুনিয়ার ঐ সকল মহিলা যারা জান্নাতে যাবে নিজেদের নেক কাজের কারণে জান্নাতের হুরদের চেয়ে উত্তম হবে। (তাফসীরে কুরতুবী, ১৬/১১৩)

কয়েকজন স্বামী ওয়ালারা জান্নাতে কার সাথে থাকবে?

প্রশ্ন: পূর্ববর্তী স্বামীর মৃত্যু কিংবা তালাক ইত্যাদি অবস্থায় যেই মহিলা একের অধিক বিবাহ করেছে, সে জান্নাতে কোন স্বামীর সাথে থাকবে?

www.dawateislami.net

উত্তর: যদি কোন মহিলা একের অধিক পুরুষের বিবাহ বন্ধনে আসে, তবে এক মতানুযায়ী যার বিবাহে সবশেষে ছিলো জান্নাতে তার সাথেই থাকবে। যেমনটি হযরত আবুদ দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মহিলাকে জান্নাতে নিজের ঐ স্বামীর সাথে বিবাহ দেয়া হবে, যে দুনিয়ায় তার সর্বশেষ স্বামী ছিলো।" (মুসনাদিশ শামিঈন লিত তাবারানী, ২/৩৫৯, হাদীস: ১৪৯৬) দ্বিতীয় মতে: যার চরিত্র বেশি ভাল হবে, সে পাবে। যেমনটি উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! অনেক মহিলা দুনিয়ায় দুই, তিন বা চারজন স্বামীকে (একের পর এক) বিয়ে করে, অতঃপর মৃত্যুর পর তারা জান্নাতে একত্র হলে তখন মহিলাটি কোন স্বামীর হবে? **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তাকে অধিকার দেয়া হবে আর যেই স্বামীর চরিত্র দুনিয়ায় সবচেয়ে ভাল হবে, সে তাকে নির্বাচন করবে, সে বলবে: হে আমার **প্রতিপালক**! আমার এই স্বামীর চরিত্র সবচেয়ে ভাল ছিলো, অতএব তার সাথে আমার বিবাহ করিয়ে দাও। (আল মু'জামুল কবীর, ২৩/৩৬৭, হাদীস: ৮৭০) এই উভয় হাদীস ও উক্তিতে কোনরূপ বৈষম্য নেই। যেমনটি হযরত ইমাম আহমদ বিন হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন: যে মহিলা একের পর এক কয়েকটি বিবাহ করে, তবে এর একটি অবস্থা এমন যে, সকল স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দিয়েছে আর সে যখন মারা গেলো, তখন কারো বিবাহ বন্ধনে ছিলো না তখন শুধু এই অবস্থায় তাকে অধিকার দেয়া হবে এবং যেই স্বামীর চরিত্র দুনিয়ায় সবচেয়ে উত্তম হবে, সে পাবে। যেমনটি হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এর হাদীসে

www.dawateislami.net

উল্লেখ রয়েছে। আর অপর অবস্থাটি হলো যে, সে কয়েকটি বিয়ে করেছিলো আর শেষ স্বামী তাকে তালাক দেয়নি এবং সে তার বিবাহ বন্ধনেরই মৃত্যুবরণ করলো, এমতাবস্থায় সে জান্নাতে শেষ স্বামীর বিবাহে থাকবে। যেমনটি হযরত আবুদ দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর হাদীসে রয়েছে। (ফতোওয়ায়ে হাদীছিয়া, ৭০ ও ৭১ পৃষ্ঠা)

আখলাক হো আচ্ছে মেরা কিরদার হো সুথরা
মাহবুব কা সদকা তু মুঝে নেক বানাদে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৩ পৃষ্ঠা)

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

মানুষের উপকার করা

হযরত জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুমিনকে ভালবাসা পোষণ করা হয় আর তার (ঐ ব্যক্তির) মাঝে কোন কল্যাণ নেই, যে কারো প্রতি ভালবাসা পোষণ করে না, না তার প্রতি ভালবাসা পোষণ করা যায় এবং মানুষের মাঝে সেই উত্তম, যে মানুষের উপকার করে। (শুয়াবুল ঈমান, ২/১১৭, হাদীস: ৭৬৫৮)

ডাকাতরা সম্পূর্ণ বাস লুটে নিলো, কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেক বান্দাকে মানুষ ভালবাসে, এমনকি অনেক সময় ডাকাতও নেক বান্দাকে সম্মান করে তাদের লুট করা থেকে বিরত থাকে, যেমনটি দাড়ি, বাবরী চুলে সজ্জিত সুন্নাতি পোষাক পরিহিত, পাগড়ীধারী **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একজন মুবাল্লিগ যেকিনা "**নেক আমল**"

www.dawateislami.net

এর আমলদার হওয়ার পাশাপাশি সাংগঠনিকভাবে এর যিম্মাদারও। তার কিছুটা এরূপ বর্ণনা যে, আমি একবার পকেটে অনেক টাকা নিয়ে হায়দারাবাদ (বাবুল ইসলাম সিন্ধ) থেকে বাবুল মদীনা করাচী আসার জন্য বাসে চড়লাম। বাসটি প্রায় আধা ঘণ্টা চললো, হঠাৎ বিভিন্ন সীট থেকে চার পাঁচজন লোক অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে গেলো। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান ছিলো সে লাফ দিয়ে গিয়ে ড্রাইভারকে সজোরে একটি থাপ্পড় মেরে দিলো এবং তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ড্রাইভিং সীট দখল করে নিলো, বাস একটি কাঁচা রাস্তায় নামিয়ে দিলো, এবার ডাকাতরা চলন্ত বাসে সকলের জামা চেক করতে লাগলো এবং লুট করতে শুরু করে দিলো। আমি অত্যন্ত ভীত ও শঙ্কিত ছিলাম, আমি একেবারে থড়থড় করে কাঁপছিলাম, আমার সামনের সীটে স্বাস্থ্যবান এক যুবক বসা ছিলো আর আমি ভয় করছিলাম যে, সে আবার ডাকাতদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু করবে আর তারা গুলি চালিয়ে দিবে। যাইহোক আমি সতর্কতাবশতঃ ঈমান নবায়ন করার পর চোখ বন্ধ করে নিলাম। আমার পাশে যে ব্যক্তি বসা ছিলো একটি ডাকাত এসে তাকে তল্লাশি করলো আর যা পেলো ছিনিয়ে নিলো। কিন্তু আমাকে হাত পর্যন্ত লাগালো না, অন্য ডাকাত এলো সেও লোকটিকে তল্লাশি করলো, তার কোন এক পকেট থেকে আরো একটি ১০০ টাকার নোট পাওয়া গেলো, তাও লুটে নিলো এবং আমাকে কিছু না বলেই যেতে লাগলো, তৃতীয় এক ডাকাত আমার দিকে ইশারা করে ডাক দিলো **মাওলানা সাহেব থেকে কিছু নিও না** এই সুযোগে আমার পেছনে বসা এক যাত্রী তার টাকার ব্যাগটি আমার পিঠের দিকে জামার ভেতর ঢুকিয়ে দিলো, কোন মহিলা পেছন থেকে স্বর্ণের লকেট নিচে আমার পায়ের দিকে নিক্ষেপ করলো (তা অবশ্য আমি পরে জানতে পারি)

www.dawateislami.net

যাইহোক ডাকাতরা লুটপাট করার পর বাস থেকে নেমে পালিয়ে গেলো। এবার বাসের লুটপাট হওয়া যাত্রীদের চিৎকার বের হলো, হট্টগোল ও হায় হুতাশ শুরু হয়ে গেলো, কেউ আমার দিকে ইশারা করে চিৎকার করে বললো: এই মাওলানাকে ধরো, সে **ডাকাতদেরই লোক** মনে হচ্ছে, কেননা আমাদের সবাইকে লুট করলো তাকে করেনি, আমি ভয় পেয়ে গেলাম যে, এবার হয়েছে! এরা এখন আমাকে আক্রমণ করে বসবে, হঠাৎ গায়েবী সাহায্য এভাবে এলো যে, যাত্রীদের মধ্য থেকে কেউ এভাবে বললো: না না ভাই! ইনি একজন ভদ্রলোক, তার পোশাক ও চেহারা দেখছেন না! ব্যস তার নেকী তাকে বাঁচিয়েছে, আমরা গুনাহগার লোক, আমাদের গুনাহের শাস্তি হয়েছে।

ডাকাত থেকে বাঁচার রহস্য

সেই ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হলো: اَلْحَمْدُ لِلّٰه প্রথমে ডাকাতদের থেকে নিরাপত্তা লাভ হলো এবং পরে লুট হওয়া যাত্রীদের পক্ষ থেকে আসা অভিযোগও দূর হলো। এটা **দা'ওয়াতে ইসলামীর** দ্বীনি পরিবেশের বরকতের "**মাদানী বাহার**" কারণ আমি দাড়ি, বাবরী চুল ও পাগড়ী শরীফের মুকুটধারী সুন্নাতে ভর পোষাক পরিহিত ছিলাম, অন্যথায় হয়তো আমাকেও নির্মম ভাবে লুট করা হতো। দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি পূর্ণ মডার্ন ছিলাম আর মঞ্চ নাটকে কাজ করতাম। **আল্লাহ** ও **রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া হলো যে, আমি গুনাহগারকে **দা'ওয়াতে ইসলামী** তাওবার রাস্তা দেখিয়েছে, নামাযী বানিয়েছে, সুন্নাতের রঙে রাঙিয়েছে, **গাউছে পাক** رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর সিলসিলায় মুরীদ হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছে, নেককার হওয়ার উপায় অর্থাৎ **নেক আমল** এর

www.dawateislami.net

আমলদার এবং নিজের পীর সাহেবের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত "শাজরায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া" এর কিছু না কিছু অযিফার পাঠক বানিয়েছে, তন্মধ্যে একটি অযিফা এটাও রয়েছে: بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى دِيْنِيْ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِيْ وَوُلْدِيْ وَاَهْلِيْ وَمَالِيْ অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** নামের বরকতে আমার দ্বীন, আমার প্রাণ, সন্তান এবং পরিবার-পরিজন ও সম্পদ রক্ষা হোক। (অনুবাদ পড়ার প্রয়োজন নেই, আগে-পরে একবার করে দরূদ শরীফ পড়ে নিন) **ফযীলত:** এই দোয়াটি যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় তিনবার করে পাঠ করবে, তার দ্বীন, ঈমান, জীবন, সন্তান, ধন সম্পদ সব নিরাপদ থাকবে। (اِنْ شَآءَ الله) اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যা এই দোয়াটি পড়ে থাকি, আমার ধারণা হলো যে, ডাকাত থেকে নিরাপত্তা **আল্লাহ পাকের** রহমতে এই দোয়ার বরকতেই হয়েছে। যখন পৃথিবীতে এর এরূপ উপকারিতা রয়েছে, তবে اِنْ شَآءَ الله মৃত্যুকালে আমার ঈমানও নিরাপদ থাকবে। আমার সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের নিকট মাদানী অনুরোধ যে, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন এবং মাকতাবাতুল মদীনা থেকে নেক আমলের পুস্তিকা সংগ্রহ করে সেই অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন, اِنْ شَآءَ الله উভয় জগতে সাফল্য অর্জিত হবে।

সকাল ও সন্ধ্যার সংজ্ঞা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! **দা'ওয়াতে ইসলামীর** দ্বীনি পরিবেশের কিরূপ **মাদানী বাহার** রয়েছে! উল্লেখিত অযিফা পাঠ করার সময়সীমা অর্থাৎ "সকাল ও সন্ধ্যা"র সংজ্ঞাও জেনে নিন, যেমনটি মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত **শাজরায়ে কাদেরিয়া রযবীয়া** এর ১২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: অর্ধরাত থেকে সূর্যের প্রথম কিরণ চমকানো পর্যন্ত

www.dawateislami.net

"সকাল"। এই সময়ের মধ্যে যা কিছু পাঠ করা হবে, তাকে সকালে পড়া বলা হবে আর দুপুর ঢলে পরা থেকে (অর্থাৎ যোহরের সময় শুরু হওয়া থেকে) সূর্যাস্ত পর্যন্তর হলো "সন্ধ্যা"। এই সময়ের মধ্যে যা কিছু পাঠ করা হবে, তাকে সন্ধ্যায় পড়া বলা হবে।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত কিতাব "নেকীর দাওয়াতে"র বিষয় বস্তু এখানে সমাপ্ত হয়েছে।

বহিঃবিশ্বে আমীরে আহলে সুন্নাতের যাত্রা

(প্রয়োজন সাপেক্ষে কিছু পরিবর্তন সহকারে)

৮ই সফরুল মুজাফফর ১৪৪৪ হিজরী মুতাবেক ৫ই সেপ্টম্বর ২০২২ রাতে মাদানী চ্যানেলে পাকিস্থানের সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে **"মদদ কি ঘড়ি হে" (সাহায্যের সময় এসেছে)** নামে একটি প্রোগ্রামে আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه অংশ গ্রহণ করেন, এরপর সাচল গোঠ (করাচী) তে FGRF এর অধীনে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ বিতরণ ক্যাম্পে তাশরীফ নিয়ে গিয়ে সেখানে উপস্থিত দাওয়াতে ইসলামীর দায়িত্বশীলদের উৎসাহ প্রদান ও অনেক দোয়া দ্বারা ধন্য করলেন। ঘর থেকে যাত্রাকালে গাড়িতে বসার পর তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নাতি হাজী উসাইদ রযা আত্তারী সফরের দোয়া পড়ালেন অতঃপর অবস্থার পরিপেক্ষিতে তাওবা ও ঈমান নবায়ন করা হয়েছিলো আর কিছু ভালো ভালো নিয়্যতও করালেন। কথাবার্তার মাঝে মৃত্যুর স্বরণার্থে তিনি একটি অনেক বড় শিক্ষনীয় বাক্য বললেন: যুবক চলে যায় আর বৃদ্ধ থেকে যায় কিন্তু মা ছাগল আর কতো দিন পালন করবে? একদিন সবাইকে মৃত্যু

www.dawateislami.net

বরণ করতে হবে।” কিছুক্ষণ পর তাঁর পিপাসা লাগাতে পানি পান করার পূর্বে দোয়া পাঠ করলেন অতঃপর পানি পান করলেন।

যেহেতু ত্রাণ বিতরণ ক্যাম্পের পরপরই বহিঃবিশ্বের প্লাইট ছিলো আর সময় কম থাকায় তার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন যে, তাড়াহুড়ার কারণে ত্রাণ বিতরণ ক্যাম্পে আসা-যাওয়াতে কোন মুসলমানের অন্তরে যেনো কষ্ট না হয়। ক্যাম্পে পৌঁছতেই সেখানে সিন্ধির সরকারী পক্ষ থেকে সম্ভবত সিন্ধির মর্ডান যুবক তার কোন প্রতিষ্ঠানের নাম নিয়ে আরজ করলেন: আমি আপনার আগমনে কৃতজ্ঞাপন করছি এটা বলাতে তিনি তাকে ভালোবাসা প্রদান পূর্বক দ্বীনের দিকে ধাবিত করার জন্য বললেন: আমি আপনাকে “মদীনার তাসবিহ” উপহার দিচ্ছি, অতঃপর পকেট থেকে তাসবিহ বের করে তাকে উপহার দিলেন। এরপর এয়ারপোর্টের দিকে যাত্রা শুরু হলো, তিনি এয়ারপোর্টে নামার পূর্বে বললেন: اِنْ شَآءَ الله রবিউল আউয়াল শরীফের চাঁদ করাচীতে দেখার নিয়্যত আছে, অতঃপর ১২তম রাতে মাদানী মুযাকারার অনুষ্ঠান হবে।”(১৩তম রাতেও সংক্ষিপ্ত মাদানী মুযাকারা অনুষ্ঠিত হয়।)

হে আশেকানে রাসূল! আমীরে আহলে সুন্নাত “ইয়াদ গারে আসলাফ” রয়েছে অর্থাৎ তাঁর প্রতিটি কাথাবার্তা ও কাজকর্মের মাধ্যমে বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ ’র স্মরণ আসে, যেমনি ভাবে তাঁর এই সংক্ষিপ্ত সফরের ভালো ভালো নিয়্যতই গ্রহণ করুন।

এক শতাব্দীর প্রাচীন একজন বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি প্রত্যেক কাজে নিয়্যত পছন্দ করি এমনকি পানাহার, শয়ন করা ও ওয়াশ রুমে প্রবেশ করার সময়ও। (ইহইয়াউল উলুম, ৪/১২৬)

www.dawateislami.net

আসলে আমীরে আহলে সুন্নাতের সংস্পর্শ অনেক বড় "নিয়ামত"। আপনারাও মুযাকারাতে অংশ গ্রহণ করাকে নিজের স্বভাব বানিয়ে নিন। আল্লাহ পাক আমীরে আহলে সুন্নাতকে দীর্ঘ উত্তম হায়াত দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মুরশিদী আত্তার পর! নূর কি বর সাত হো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

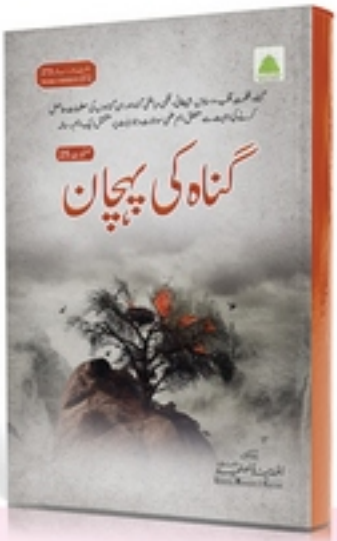

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net